যুগান্তর

তারিখ 31 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬-৭

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশই বেপরোয়া

একটিও স্থায়ী সনদ নিতে পারেনি ২০ বছরে

মুশতাক আহমদ

দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেপরোয়া। উচ্চশিক্ষার নামে তাদের সনদবাণিজ্য চলছে অব্যাহতভাবে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অপতৎপরতা প্রতিরোধে সরকারের কার্যত তেমন কোন উদ্যোগ নেই। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব আর অবৈধ শাখা ক্যাম্পাসের কার্যক্রম ঠেকাতে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এর আড়ালে শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য তৎপরতায় লিপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্বিচারে বৈধতা পেয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই মানছে না সরকারের আইন ও বিধি-বিধান। ওইসব প্রতিষ্ঠানে অনেকটা অবাধেই দুর্নীতি, অনিয়ম, ভর্তি ও সনদবাণিজ্য চলছে। আইন উপেক্ষা করে মালিকরা ইচ্ছেমতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি থেকে মাঝে-মধ্যে দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করে পত্র

বেপরোয়া : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

বেপরোয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হয়। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হয় না। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অবস্থা বর্তমানে এতটাই ভয়াবহ যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন সত্ত্বেও লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না।

অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করেছে 'টাকা বানানোর মেশিনে'। এখানেই শেষ নয়, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মালিকপক্ষ বা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের অর্থ পাচার বা নানাভাবে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। টাকা বানানো নির্বিঘ্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার অনেকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেও পরিণত করেছেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাগ-বাটোয়ারার দ্বন্দ্ব এতই চরমে যে, ট্রাস্টি বোর্ডের মধ্যে ভাঙন, বহিষ্কার আর পাল্টা বহিষ্কার, দখল-পাল্টা-দখলের ঘটনা ঘটেছে। এ কারণে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক মালিক পক্ষও তৈরি হয়েছে। সেভাবে দাবিদার নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা দুর্নীতি বহুল আলোচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেখানে প্রশাসক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। অনেকেই নিয়ম মেনে সিন্ডিকেট গঠন করেননি। আবার অনেকে সিন্ডিকেট গঠন করলেও থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে বৈঠকে সরকারি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান না। এভাবে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় 'ব্রিফকেস ইউনিভার্সিটি'তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ভর্তি হলেই সেখানে মিলছে সনদ। যে কারণে ক্যাম্পাস কেনাবেচা থেকে শুরু করে শাখা ভাড়া দেয়ার ঘটনাও ঘটছে। চলছে রমরমা আউটার ক্যাম্পাসবাণিজ্য। এর বাইরে ঢাকার বিভিন্ন মোড়ে এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো অবৈধ ক্যাম্পাস ও শাখা গজিয়ে উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তিন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্গেটই হল— চাকরিজীবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিয়ে নামে মাত্র লেখাপড়া করিয়ে সনদ ধরিয়ে দেয়া। পুরনো ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশি। এরা ইউজিসি থেকে অনুমোদিত আসনসংখ্যা ইত্যাদির ধার ধারে না। ইচ্ছেমতো শিক্ষার্থী ভর্তি করে আয় অর্থ বানায়। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির এমনই একটি অপকর্ম ধরা পড়ার পর একাধিকবার সমাবর্তনের তারিখ দিয়েও রাষ্ট্রপতি তাতে যোগ দেননি। ইউজিসির এক তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে ১২শ' কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

আরেক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যারা যাকে পায় তাকেই ভর্তি করে। এক্ষেত্রে এমন অনেক শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে, যা মূল অনুমোদনপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চুক্তিতে ভাড়া নিয়ে থাকে। মূল পক্ষ ভাড়া দেয়া ক্যাম্পাস থেকে ডিগ্রিপ্রতি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ নেয়। এ নিয়ে একটি সময়ের জন্য চুক্তি করে থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ ধরনের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই গ্রুপে মালিকানা বদল হওয়া কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। এরা ইচ্ছেমতো ভিসি-প্রোভিসি-ট্রেজারার আর শিক্ষক নিয়োগ-চাকরিচ্যুতি করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভেড়ানোর জন্য লোভনীয় বিজ্ঞাপনে গণমাধ্যম গরম করে তোলে। শিক্ষার্থী ভেড়ানোর তাগিদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের নাম ব্যবহার করে থাকে। মালিকানা বদল হওয়া ওইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রীন ইউনিভার্সিটি একটি। তবে হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে— যারা নিয়মিত ছাত্রদের ভর্তি করে। এক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষক নিয়োগে আইন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও সিলেকশন বোর্ডও গঠন করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির বিচারে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ৮ থেকে সর্বোচ্চ ১০টি বলে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতেই অবৈধ শাখা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুদের সতর্ক করতে সম্প্রতি সরকারি নির্দেশে ইউজিসি একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ওই গণবিজ্ঞপ্তি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়নি। এতে নির্বিচারে কেবল সরকার থেকে 'অনুমোদিত' বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা আর কারা আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সনদবাণিজ্যের অভিযোগে বহুল অভিযুক্ত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান, প্রাইমসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানাও তাতে স্থান পেয়েছে। অথচ যাদের ঠিকানা ছাপা হয়েছে, তারাও বাণিজ্যের দায়ে ইউজিসিরই বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টে বিভিন্ন সময় অভিযুক্ত হয়েছে। এর ফলে ভর্তিচ্ছুরা জানতে কোন সুফল পাচ্ছে না। নাম প্রকাশ না করে ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক মালিকানার দাবিদার রয়েছেন। তাদের পাতা ভোগা ক্যাম্পাসে ভর্তি ঠেকাতেই মূলত এই বিজ্ঞপ্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলি জানান, শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতারিত না হয় এবং সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি তা জানাতেই গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণ লাভবান হয়নি— এ ধরনের কথা ঠিক নয়। তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে বলেন, সেগুলোর নানা সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে একাধিক মালিক ও মূল পক্ষ দাবিদার রয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা প্রতারিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবে।

কারওই স্থায়ী সনদ নেই : দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ শুরু হয় ১৯৯২ সালে। এরপর এ পর্যন্ত মোট ৬৩টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে। এর বাইরে আদালত থেকে স্থিতাদেশ নিয়ে চলছে আরও ২টি। সর্বশেষ অনুমোদন পাওয়া ৯টি বাদে বাকি ৫২টিরই সাময়িক সনদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই স্থায়ী সনদ অর্জন করতে পারেনি।

পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয় : আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশসহ কয়েকটি ভার্সিটি পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে আখ্যা পেয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই, কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠানে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে আছেন। আবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সেখানে মালিক এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অন্যতম। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ট্রাস্টি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে ভিসি-প্রোভিসির পদে বসার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

নিষেধাজ্ঞার পরও আউটার ক্যাম্পাস : সরকার ২০০৭ সালের মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনার কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে। তখন বলা হয়েছিল, যাদের ভর্তি করা হয়ে গেছে, তাদের লেখাপড়া শেষ করিয়ে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিতে হবে। সেই হিসাবে ২০১১ সালের পর আর কোন আউটার ক্যাম্পাস থাকার কথা নয়। কিন্তু ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তা চালাচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে— দারুল ইহসান, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, পিপলস ইউনিভার্সিটি, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি।

বিচার বিভাগীয় কমিশনেও কাজ হয়নি : দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির মালিক দাবিদার ৪টি পক্ষ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিরসনে সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশন দীর্ঘদিন তদন্ত শেষে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে। সূত্র জানায়, কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। এর আগে প্রত্যেক পক্ষকে একটি করে শোকজেরও সুপারিশ ছিল। সূত্র জানায়, ওই শোকজের ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু তারা চলমান মামলার কথা উল্লেখ করে শোকজের ব্যাপারে নেতিবাচক মতামত দেয়। এ কারণে বিচার বিভাগীয় কমিশনের সুপারিশটি আর বাস্তবায়ন করা যায়নি। নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দারুল ইহসানের ৪টি পক্ষের একটির ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আইন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার ভাই। যে কারণে ওই মন্ত্রণালয় থেকে প্রত্যাশিত মতামত পাওয়া যায়নি বলে মনে করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এদিকে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠিত হওয়ার পর দারুল ইহসানের বিভিন্ন গ্রুপের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ ছিল। সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় তারা এখন নতুন করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করা শুরু করেছে। বিপরীত দিকে একটি পক্ষকে বৈধতা দিয়ে ইউজিসিও গণবিজ্ঞপ্তি জারি করায় শিক্ষার্থীদের এখন প্রতারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

সিন্ডিকেট সভায় ডাকা হয় না : আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিন্ডিকেট থাকবে। ওই সিন্ডিকেটে অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ইউজিসি এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকবে। জানা গেছে, আইন প্রণয়নের পর ২৭ মাস কেটে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে সিন্ডিকেট গঠন করতে পারেনি। আবার যারা সিন্ডিকেট গঠন করেছে, তারা নানা ছলচাতুরীর সরকারি ওই দুই সদস্যকে সভায় কৌশলে অনুপস্থিত রাখছে। উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় গোপনে সিন্ডিকেট সভা করছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম, দুর্নীতি ও সনদবাণিজ্য গোপন রাখতেই সিন্ডিকেটের সভায় সরকারি প্রতিনিধি রাখা হচ্ছে না বা গোপনে করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় কৌশলে সরকারি প্রতিনিধিকে সিন্ডিকেটে অনুপস্থিত রাখছে, তাদের মধ্যে একটি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হলেন অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাকে প্রায় এক বছর ধরে ওই প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেটের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে সালাউদ্দিন আকবর তাকে আমন্ত্রণ না জানানোর কথা স্বীকার করেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়টির সিন্ডিকেট সদস্য ও ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য আবুল কাশেম হায়দারের কাছে জানতে চাইলে বলেন, সরকারি প্রতিনিধিকে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে কেন? তিনিই যোগাযোগ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এ দায়িত্ব তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।

ট্রাস্টি বোর্ডে দ্বন্দ্ব : সাতটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা দ্বন্দ্ব চরমে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— নর্থসাউথ, প্রাইম, এশিয়ান, দারুল ইহসান, ইবাইস, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ও অতীশ দীপঙ্কর। এগুলোর মধ্যে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, ইবাইস ও অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটিকে সরকার গত এপ্রিলে দ্বন্দ্ব নিরসনে তিন মাসের আলটিমেটাম দেয়। ইতিমধ্যে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল তাদের দ্বন্দ্ব নিরসন করেছে মর্মে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। জানা গেছে, অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটির সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে অপর পক্ষের সঙ্গে বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যদের যোগাযোগ চলছে বলে নাম প্রকাশ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি : প্রাইমের দুটি পক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে মিরপুরের পক্ষ সরকার থেকে অনুমোদন নিয়ে স্থাপিত। কিন্তু তারা আইন লংঘন করে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে উত্তরায় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে একজনকে অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে উত্তরা পক্ষ ২০১০ সালের আইন অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের দাবি করছে। এ নিয়ে আইনি লড়াই দারুণ জমজমাট। জানা গেছে, এখন উভয় পক্ষই নিজেদের মূল মালিক দাবি করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই দ্বন্দ্বের কারণে বিপাকে পড়ছে এর শিক্ষার্থীরা। পাস করা অনেকেই চাকরির বাজারে গিয়ে নানা ঝক্কির মুখে পড়ছেন।

ইবাইস ইউনিভার্সিটি : ইবাইস ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. জাকারিয়া লিংকন। কিন্তু গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ট্রাস্টি চেয়ারম্যানকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেন তারই সহোদর কাওসার হোসেন কমেট, দেশের একটি প্রভাবশালী শিল্প গ্রুপের মালিকের ছেলে শওকত আজিজ রাসেলসহ কয়েকজন। এক্ষেত্রে পেশিশক্তি ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। এ নিয়ে উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে লিখিত অভিযোগ করেছে। কিন্তু এর মালিকানা দ্বন্দ্বের কারণে বিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা জানিয়েছে, জোরপূর্বক দখলের কারণে গত এক বছরে বৈধ ভিসি নেই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। এর ফলে কোন শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট ইস্যু হয়নি। এ অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনও হবে না। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকভাবে ক্লাস হচ্ছে না। লাইব্রেরিতেও কোন বই কেনা হচ্ছে না। নেই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকও। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১০ এপ্রিল মন্ত্রণালয় তিন মাসের আলটিমেটাম দেয় সংকট নিরসনে। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও ইউনিভার্সিটির সমস্যার সমাধান হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের উন্নয়ন কাজ বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়টি চলছে। সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত প্রো-ভিসি ছিলেন ড. জাকারিয়া লিংকন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ভিসির অনুপস্থিতিতে তারই ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালনের কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় দখলদাররা জনৈক আরিফুর রহমানকে প্রোভিসি করে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন। তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এমনকি পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, আটলান্টিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ঝিগাতলা ক্যাম্পাস থেকে প্রোভিসির পিএইচডি ডিগ্রি নেয়ার।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : যোগাযোগ করা হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির'-এর সহ-সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান দুর্নীতি, অনিয়ম ও সনদবাণিজ্যের কথা অকপটে স্বীকার করেন। বলেন, তারা সমিতি হিসেবে কেবল স্বার্থকেন্দ্রিক ও বার্গেনিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার ক্ষমতা রাখেন না। তবে সরকারকে এ ব্যাপারে বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি উদ্যোগ তেমন নেই। এ সময় তিনি দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, সেটির ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি। ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তদন্ত করে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। কিন্তু সুপারিশ অনুযায়ী অ্যাকশন নেয়া হয়নি।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, অন্যায় করে কেউই পার পাবে না। দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এমন ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান নর্থ-সাউথ সম্পর্কেও ইউজিসি বাস্তব প্রতিবেদন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সুতরাং মানসম্মত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন আপস নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউজিসি আসলে এখন পর্যন্ত 'সুপারিশদাতা' প্রতিষ্ঠান। কার্যকর ও সরাসরি পদক্ষেপের জন্য ইউজিসিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতের জন্য সরকার কাজ করছে।